9.6 মানবিক নিরাপত্তার ধারণা :

বিশ্ব রাজনীতিক এবং উন্নয়ন আলোচ্যসূচির একটি সমালোচনামূলক অন্যতম উপাদান হল মানবিক নিরাপত্তার ধারণা। দুটি বিষয়ের দ্বারা মানবিক নিরাপত্তার ধারণাটি ব্যাখ্যা করা দরকার। এগুলি হল—প্রথমত, ব্যক্তির নিরাপত্তা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার কৌশলগত উদ্বেগ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, মানুষের উন্নয়নের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা জাতীয় প্রতিরক্ষা, আইন এবং শৃঙ্খলার ন্যায় সনাতন বিষয়ের দ্বারাই সীমিত নয়। অন্যদিকে, এই ধারণাটি রাজনীতিক, অর্থনীতিক এবং সামাজিক বিচার্য বিষয়ের দ্বারা বেষ্টিত বা মানুষকে বিপদ ও ভীতি মুক্ত জীবন যাপন করতে সহায়তা করে। এ সত্ত্বেও মানবিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা সম্পর্কে ঐক্যমত্যে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয়নি। তা সত্ত্বেও ১৯৯০ দশকের মধ্যভাগ থেকে মানবিক নিরাপত্তার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কমিশন (U. N Commission for Human Security), বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং জাপান, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অন্যান্য দেশের জাতীয় সরকার মানবিক নিরাপত্তার ধারণাটির মুখ্য উপাদানসূহ চিহ্নিত করতে উদ্যোগী হয়। আন্তর্জাতিক সমাজ মানবিক নিরাপত্তার ধারণায় দুটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছে। এগুলি হল—"ভীতি থেকে স্বাধীনতা" এবং "অভাব থেকে স্বাধীনতা"

Scanned with CamScanner

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা ক্ষেত্রে নিরাপত্তার সনাতন ধারণা বলতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে বোঝানো হত। ঠান্ডা যুদ্ধের সময় নিরাপত্তা বলতে বোঝানো হত রাষ্ট্রের সম্মুখে প্রাপ্ত সম্ভাবনাসমূহ যার দ্বারা সামরিক আক্রমণ থেকে তারা তাদের ভূখণ্ডকে রক্ষা করত। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা ক্ষেত্রে এই ধারণাটি সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করেন বাস্তববাদী তাত্ত্বিকেরা। তবে সাম্প্রতিককালে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারণাটির বিস্তৃতি লাভ ঘটেছে। রাষ্ট্র-নিরাপত্তার সঙ্গে নতুন নতুন বিষয় সমূহ যথা—আন্তর্জাতিক অপরাধ ও পরিবেশগত ক্ষতি সংযুক্ত হয়েছে। নিরাপত্তার ধারণাটি রাষ্ট্রের মতো বিমূর্ত্ত ধারণাকে অতিক্রম করে মানুষ বা মনুষ্য গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

মানবিক নিরাপত্তার ধারণাটি সেই সময় থেকে গুরুত্ব অর্জন করতে শুরু করল যখন থেকে মানুষ বুঝতে সক্ষম হল যে তাদের কল্যাণ বা তাদের অস্তিত্ব বা তাদের ধনসম্পদ ব্যাপকভাবে বিপদ বা সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। আর এই অবস্থা সেই পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হয়েছে যখন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অন্য কোনো রাষ্ট্রের দ্বারা বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে নেই। তাছাড়া রাষ্ট্র ক্ষমতাও বিভিন্ন অবদমন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকারক প্রতিপন্ন হতে পারে।

ব্যক্তির নিরাপত্তার ধারণাটি নবজাগরণের যুগেও দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া, এই ধারণাটির উল্লেখ জেনেভা কনভেনসনস্ (Geneva Conventions) এবং ১৮৬৪, ১৯৪৪ ও ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের অতিরিক্ত খসড়া চুক্তি (Protocals)-তে, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের "Common Security" শীর্ষক 'Palme Commission'-এর প্রতিবেদনে এবং ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের 'Brundtlend Commission'-এর প্রতিবেদনেও দেখতে পাওয়া যায়।

তবে মানবিক নিরাপত্তা একটি সুনির্দিষ্ট নতুন ধারণা হিসেবে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে 'UNOP Human Development Report : New Dimension of Human Security' নামে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে কানাডা ও নরওয়ের উদ্যোগে 'Human Security Network' নামক ১৩টি রাষ্ট্রের একটি সম্বন্ধযুক্ত সংশ্রয় (network) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল সমগ্র বিশ্বে মানবিক নিরাপত্তার ধারণাটি পেশ করা। সর্বপ্রথম মাটির ওপরে বা ঠিক নীচে স্থাপিত শক্তিশালী বিস্ফোরক দ্রব্যের আধান বা মাইন নিষিদ্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযান চালানো হয় যার ফলে সূচিত হয় ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের "Ottowa Convention"। 'Human Security Network' হেগ্ (Hague)-এ আন্তর্জাতিক অপরাধ-সম্পর্কিত আদালত' (International Criminal Court) স্থাপনের ব্যাপারে সমর্থন বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে এবং সশস্ত্র সংঘাতে শিশুদের নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য কাজ করেছে। এছাড়া, মানবিক নিরাপত্তা বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণার কাজ হচ্ছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, মানবিক নিরাপত্তার ধারণাটি কিছু রাজনীতিক কর্মোদ্যোগ প্রবর্তিত করেছে যা বিশ্বের মানুষের জীবনের বৈশিষ্ট্যমূলক গুণকে উন্নত করেছে। এই কারণে বলা যায়, মানবিক নিরাপত্তার ধারণাটির একটি স্বাধীন মূল্য আছে।

Scanned with CamScanner